---

# হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয়ের সমস্যা এবং উত্তর/পরবর্তী হরপ্পা ঐতিহ্য

*(Analytical Note)*

---

## ১. ভূমিকা

হরপ্পা সভ্যতা (প্রায় খ্রি.পূ. ২৬০০–১৯০০ অব্দ) ছিল প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক উন্নত নগরসভ্যতা। উন্নত নগর পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য এই সভ্যতা বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু খ্রি.পূ. প্রায় ১৯০০ অব্দের পর হঠাৎ করেই এই নগরসভ্যতার অবক্ষয় শুরু হয়। এই অবক্ষয়ের কারণ ও তার পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে ওঠা **উত্তর/পরবর্তী হরপ্পা ঐতিহ্য** ইতিহাসচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

---

## ২. হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয়ের সমস্যা

হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় কোনো একক কারণে নয়; বরং এটি ছিল **বহুকারক (multi-causal)** একটি প্রক্রিয়া। প্রধান কারণগুলি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

---

## ২.১ পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক কারণ

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, পরিবেশগত পরিবর্তন হরপ্পা নগর অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

- নদীর গতিপথ পরিবর্তন (বিশেষত সিন্ধু ও ঘাগর–হাকরা নদী)
- দীর্ঘস্থায়ী খরা ও জলবায়ু পরিবর্তন
- কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দুর্বলতা

☞ নদী শুকিয়ে যাওয়া বা পথ পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, যা নগরজীবনের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

---

## ২.২ অর্থনৈতিক সংকট

হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি ছিল কৃষি, কারুশিল্প ও বাণিজ্যনির্ভর।

- কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়া
- বৈদেশিক বাণিজ্য (বিশেষত মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে) হ্রাস
- কাঁচামালের সরবরাহে সমস্যা

☞ অর্থনৈতিক দুর্বলতা নগরজীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

---

## ২.৩ নগর ব্যবস্থার জটিলতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা

হরপ্পা নগরজীবন ছিল অত্যন্ত সংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক।

- দীর্ঘদিন একই কাঠামো বজায় রাখার ফলে স্থবিরতা
- প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়া
- কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার ভাঙন

☞ এর ফলে নগরব্যবস্থা ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

---

### ২.৪ বহিঃআক্রমণ তত্ত্ব (বিতর্কিত)

একসময় মনে করা হতো যে আর্য আক্রমণের ফলে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটে।
কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই মত **প্রায় বাতিল** করা হয়েছে।

- ব্যাপক যুদ্ধ বা ধ্বংসের প্রমাণ অনুপস্থিত
- অবক্ষয় ছিল ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী

---

### ২.৫ সামাজিক পরিবর্তন ও নগরত্যাগ

- নগরকেন্দ্রিক জীবনের পরিবর্তে গ্রামকেন্দ্রিক জীবন
- জনসংখ্যার ছড়িয়ে পড়া
- নগর থেকে মানুষের ধীরে ধীরে সরে যাওয়া

☞ এটি হঠাৎ পতন নয়, বরং **ধীর অবক্ষয়ের ইঙ্গিত**।

---

## ৩. উত্তর/পরবর্তী হরপ্পা পর্যায় (Post-Harappan Phase)

### ৩.১ ধারণা

হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয়ের পর সম্পূর্ণ সভ্যতা বিলুপ্ত হয়নি। বরং তার বহু উপাদান নতুন আকারে **উত্তর বা পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি** হিসেবে টিকে থাকে।

---

### ৩.২ ভৌগোলিক বিস্তৃতি

- পাঞ্জাব
- হরিয়ানা
- গুজরাট
- রাজস্থান
- গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিমাংশ

---

### ৩.৩ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

### (ক) বসতি ও জীবনযাপন

- ছোট গ্রামভিত্তিক বসতি
- নগর পরিকল্পনার জটিলতা অনুপস্থিত
- কৃষিনির্ভর জীবনযাপন

---

### (খ) মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প

- Painted Grey Ware (PGW)
- Red Ware
- হরপ্পা রীতির সরলীকৃত রূপ

---

### (গ) অর্থনীতি

- স্থানীয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
- বৃহৎ বাণিজ্যের পরিবর্তে আঞ্চলিক বিনিময়

---

### (ঘ) প্রযুক্তি

- তামা ও ব্রোঞ্জের সীমিত ব্যবহার
- লৌহ প্রযুক্তির সূচনার প্রস্তুতি

---

## ৩.৪ ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন

### ধারাবাহিকতা

- মৃৎশিল্পের কিছু রীতি
- গৃহনির্মাণ কৌশল
- কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

### পরিবর্তন

- নগরজীবনের অবসান
- প্রশাসনিক কেন্দ্রের বিলুপ্তি
- সামাজিক কাঠামোর সরলীকরণ

---

## ৪. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়কে আজ আর ‘পতন’ বলা হয় না; বরং একে **রূপান্তর (Transformation)** হিসেবে দেখা হয়।

- নগরসভ্যতা → গ্রামীণ সংস্কৃতি
- কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা → আঞ্চলিক সমাজ
- জটিলতা → সরলতা

☞ এই রূপান্তরই পরবর্তী বৈদিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়।

---

## ৫. উপসংহার

হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয় ছিল ধীর, বহুমাত্রিক ও প্রাকৃতিক–সামাজিক কারণে প্রভাবিত একটি প্রক্রিয়া। এই অবক্ষয়ের মধ্য দিয়েই উত্তর/পরবর্তী হরপ্পা ঐতিহ্যের উদ্ভব ঘটে, যা প্রমাণ করে যে হরপ্পা সভ্যতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, বরং নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই ধারাবাহিকতা ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র রচনা করে।

---

## ✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করো।
2. উত্তর/পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
3. হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়কে কি ‘পতন’ না ‘রূপান্তর’ বলা যায়—যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

---

## ১. হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করো।

**উত্তর :**
হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয় ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা কোনো একক কারণে ঘটেনি। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় এই অবক্ষয়কে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্মিলিত ফল হিসেবে দেখা হয়।

প্রথমত, **পরিবেশগত পরিবর্তন** ছিল অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির গতিপথ পরিবর্তন, বিশেষত ঘাগর–হাকরা নদীর শুকিয়ে যাওয়া, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে দুর্বল করে তোলে। দীর্ঘস্থায়ী খরা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, যা নগরজীবনের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, **অর্থনৈতিক সংকট** নগর অবক্ষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস পায়। কাঁচামালের সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয় এবং কারুশিল্প ও বাণিজ্যনির্ভর নগর অর্থনীতি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, **নগর ব্যবস্থার জটিলতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা** অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত নগরব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে একই কাঠামো বজায় রাখার ফলে স্থবির হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলে নগর পরিচালনা অকার্যকর হয়ে ওঠে।

একসময় বহিঃআক্রমণ, বিশেষত আর্য আক্রমণের কথা বলা হলেও আধুনিক গবেষণায় এই তত্ত্ব প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে, কারণ ব্যাপক ধ্বংস বা যুদ্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং নগর অবক্ষয় ছিল ধীর ও পর্যায়ক্রমিক।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পরিবেশগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও সামাজিক রূপান্তরের সম্মিলিত প্রভাবে হরপ্পা সভ্যতার নগরজীবনের অবক্ষয় ঘটে।

---

# ২. উত্তর/পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

**উত্তর :**
হরপ্পা সভ্যতার নগর অবক্ষয়ের পর সভ্যতাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি; বরং তার বহু উপাদান নতুন রূপে **উত্তর বা পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি** হিসেবে টিকে থাকে। এই পর্যায়ে নগরকেন্দ্রিক জীবন থেকে গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

উত্তর হরপ্পা সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **ছোট ও গ্রামভিত্তিক বসতির বিস্তার**। পরিণত হরপ্পা যুগের পরিকল্পিত নগর ও উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তে এখানে সরল গৃহনির্মাণ ও অল্পসংখ্যক স্থাপত্য নিদর্শন দেখা যায়। বসতি সাধারণত নদী বা জলাশয়কেন্দ্রিক হলেও নগরায়ণের জটিলতা অনুপস্থিত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতি ছিল মূলত **কৃষিনির্ভর ও স্থানীয় বিনিময়ভিত্তিক**। বৃহৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তে আঞ্চলিক আদান-প্রদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারুশিল্প ও মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে হরপ্পা ঐতিহ্যের সরলীকৃত রূপ লক্ষ করা যায়—যেমন Red Ware বা Painted Grey Ware-এর ব্যবহার।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে তামা ও ব্রোঞ্জের সীমিত ব্যবহার অব্যাহত থাকলেও ধীরে ধীরে লৌহ প্রযুক্তির সূচনার পূর্বাভাস দেখা যায়। সামাজিক কাঠামোও তুলনামূলকভাবে সরল হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

এইভাবে উত্তর হরপ্পা সংস্কৃতি হরপ্পা ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

---

## ৩. হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়কে কি ‘পতন’ না ‘রূপান্তর’ বলা যায়—যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

**উত্তর :**
হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়কে আধুনিক ইতিহাসচর্চায় আর সরলভাবে ‘পতন’ বলা হয় না; বরং একে একটি **রূপান্তর (Transformation)** হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর কারণ হলো, নগরসভ্যতার অবসান ঘটলেও হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের অনেক দিক পরবর্তী পর্যায়ে টিকে ছিল।

যদি এটি সম্পূর্ণ পতন হতো, তবে হরপ্পা সভ্যতার কোনো উপাদানই পরবর্তী সমাজে দেখা যেত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, কিছু মৃৎশিল্প রীতি, গৃহনির্মাণ কৌশল এবং আঞ্চলিক বসতির ধারাবাহিকতা উত্তর হরপ্পা সংস্কৃতিতে বজায় ছিল। কেবল নগরকেন্দ্রিক, অত্যন্ত জটিল প্রশাসনিক কাঠামোর অবসান ঘটে।

এছাড়া অবক্ষয় ছিল ধীর ও পর্যায়ক্রমিক, হঠাৎ ধ্বংস নয়। মানুষের নগরত্যাগ ও গ্রামমুখী প্রবণতা একটি নতুন সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অভিযোজনের ইঙ্গিত দেয়। এই রূপান্তরই পরবর্তীকালে বৈদিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের পথ প্রশস্ত করে।

অতএব বলা যায়, হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়কে ‘পতন’ বলা অপেক্ষা ‘রূপান্তর’ বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত, কারণ এটি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের পর্যায়কে নির্দেশ করে।

---